উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ # ১৭, সংখ্যা # ৭৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২৫ অক্টোবর ২০১৯

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

এসডিজির স্থানীয়করণে করণীয় নির্ধারণে
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বিনিময়

এসডিজির স্থানীয়করণে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এক শিক্ষণ বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ০৮ আগস্ট ২০১৯, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০.০০টায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ. মান্নান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য সিনিয়র সচিব ড. শামসুল আলম এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মো. নুরুল আমিন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, পরিচালক নাছিমা আক্তার জলি এবং উপ-পরিচালক জমিরুল ইসলাম।

সভার শুরুতে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে 'Localizing the SDGs' শীর্ষক একটি উপস্থাপনা পেশ করেন ড. বদিউল আলম মজুমদার। উল্লেখ্য, এমডিজি ও এসডিজি অর্জনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ নিয়ে এই উপস্থাপনাটি তৈরি করা হয়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নির্ধারিত হলেও এগুলো বাস্তবায়িত হতে হবে বিভিন্ন দেশে, মূলত তৃণমূল পর্যায়ে। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে যথার্থ নীতি-কাঠামো এবং জনগণের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সেবাগুলো পৌঁছে দেওয়া। আর এসবের দায়িত্ব অবশ্য সরকারের। তবে জনগণের উদ্যোগ এবং তৃণমূলের প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ছাড়া এসডিজি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি।'

তিনি বলেন, 'এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমি মনে করি, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা সফলতা অর্জন করতে পারবো।'

তিনি বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' বহুদিন থেকেই জনগণকে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মূলত জনগণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, তৃণমূলের একদল স্বেচ্ছাব্রতীকে সংগঠিত করে এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে ২০১০ সাল থেকে আমরা 'এমডিজি ইউনিয়ন' গড়ার উদ্যোগ নেই, যা এখন 'এসডিজি ইউনিয়ন কৌশল' (SDG Union Strategy) নামে পরিচিত।' তিনি এসডিজির স্থানীয়করণে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এসডিজির স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বাগেরহাটের বেতাগা ইউনিয়নকে মডেল ইউনিয়ন হিসেবে তুলে ধরেন। সভায় এ সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারিও প্রদর্শন করা হয়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার আলোচনার শেষভাগে বলেন, কমিউনিটিকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা রয়েছে। পুরো সমাজকে সম্পৃক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আগ্রহ প্রকাশ করছে।' তিনি আশা করেন, সরকার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এসডিজির স্থানীয়করণের জন্য স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে মূল ভরস্থাস্থল হিসেবে তৈরি করবে। সভার শেষভাগে পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ. মান্নান জানান, এসডিজি অর্জনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এক্ষেত্রে সরকারের বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমি যতদূর জানি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলন পরিচালনা করছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অভিজ্ঞতাগুলো আমরা এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে করতে চাই। এজন্য প্রথমে আমাদের দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মাঠ পর্যায়ে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দরকার।'

ড. শামসুল আলম বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রমগুলো এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর বলে আমি মনে করি। তবে এই সংস্থার কার্যক্রম আমাদের সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা দরকার। এর মাধ্যমে এসব কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা কীভাবে সরকারের এসডিজি অর্জনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যুক্ত করা যায় তা আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

রংপুর অঞ্চল

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টিতে 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'

অজিবর রহমান লেবু □ বাবা-মায়ের কাছে তাদের সব সন্তানের গুরুত্ব সমান। কিন্তু সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় আমাদের অভিভাবকরা তাদের পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানকে বাইরে বের হতে দিয়ে একটু বেশিই চিন্তায় থাকেন। বিদ্যালয়ে যাবার পথে কোনো বখাটে তাকে বিরক্ত করছে কি-না বা বিদ্যালয়ের বন্ধু-বান্ধব কিংবা শিক্ষকদের কাছে কোনো লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে কি-না ইত্যাদি। এর মধ্যে যে কোনো একটিরও উপসর্গ দেখা দিলে তখনই কন্যা সন্তানের পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত আসে মেয়েকে আর ঘরে রেখে লেখাপড়া করা যাবে না, বরং নিরাপত্তার বা পরিবারের সম্মান বাঁচাতে বিয়ে দিতে হবে।

এর রকম একটি পেক্ষাপটে কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও সুস্থ বিকাশের জন্য সর্বোপরি তাদেরকে বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের বালাপাড়া নিউমডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইয়ুথ ইউনিট সোস্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট- (ঝঅচ) এর মাধ্যমে একটি সামাজিক মানচিত্র তৈরি করে, যাতে কাছ থেকে পুরা এলাকাটা এক নজরে দেখা যায়।

ইয়ুথ ইউনিটের যুগ্ম কো-অডিনেটর মোছা. মোনালীশা আক্তার বলেন, বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার যে সকল রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে তারা সেগুলো চিহ্নিত করেছেন। তারা এ মানচিত্র নিয়ে শিক্ষক অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করেছেন। শিক্ষার্থীরা যাতে করে নিরাপদে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতে পারে সে ব্যাপারে তারা তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন। বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ভালোভাবে ও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারা পদক্ষেপ নেয়ার কথাও জানিয়েছেন।

পূর্ব নবনী দাস ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

আলবেদা আক্তার □ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার পূর্ব নবনী দাস (বাবু পাড়া) গ্রামের ভেতর দিয়ে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম একটি কাঁচা রাস্তা। পাড়ার জনসাধারণের যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই রাস্তাটি। রাস্তাটির পাশে বাবু বিধু সরকারের দীর্ঘদিনের পুরানো একটি পুকুর রয়েছে। বিগত বর্ষায় রাস্তা দিয়ে পুকুরের পানি নেমে রাস্তার অনেকটা অংশ ভেঙে যায়। এতে এলাকার মানুষের চলাচলের অসুবিধা হয়।

বিষয়টি খেয়াল করে পূর্ব নবনী দাস গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। তারা সকলে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা রাস্তার ভাঙা অংশটি সংস্কার করবে। রাস্তা বাঁধতে বস্তা, বাঁশ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ মাটিরও বিশেষ দরকার। এর জন্য ২০ জন ইয়ুথ সদস্য চাঁদা দিয়ে বস্তা ও বাঁশসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি যোগাড় করে। গ্রামবাসী তাদেরকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। এলাকার কৃষক বাবু সাধন সরকার তার পরিত্যাক্ত জমি থেকে রাস্তা সংস্কারের জন্য মাটি দেওয়ার আশ্বাস দেন। অবশেষে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শেষ করে ইয়ুথ সদস্যরা। রাস্তাটি সংস্কার হওয়ায় দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পান গ্রামের সকল অধিবাসী।

ইয়ুথ ইউনিটের সহযোগিতায় বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পেল মুনিরা

রংপুরের সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের লালচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মুনিরা আক্তার। মুনিরা মহেশপুর গ্রামের মনছুর আলী ও মারুফা বেগম-এর কন্যাসন্তান। বয়সের স্বল্পতার কারণে মুনিরা জানে না বিবাহের অর্থ কী? তথাপি মুনিরার বাবা-মা তার অজান্তে তার বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। এক পর্যায়ে বিয়ে ঠিকও করে ফেলেন তারা। মুনিরা বিষয়টি তার সহপাঠী তথা লালচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের জানায়। বিষয়টি জানার পর ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য মুকমিনা আক্তার, শিরিন আক্তার, গজেন্দ্রনাথ এবং সুমাইয়া আক্তার-সহ আরও কয়েকজন মুনিরার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে এবং বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনি বাধা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে। তারা এও জানায় যে, মুনিরা আরও লেখাপড়া করতে চায় এবং সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু ইয়ুথ সদস্যদের কথায় সাড়া না দিয়ে মুনিরার বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অনঢ় থাকেন। তখন ইয়ুথ সদস্যরা বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আখিনুর ইসলামকে জানায়। আখিনুর ইসলাম বিষয়টি নিয়ে মুনিরার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেন এবং মুনিরাকে ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দিতে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। এক পর্যায়ে মুনিরার বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং মুনিরার বাল্যবিয়ে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুনিরার বাবা স্বীকার করেন যে, তিনি তার মেয়ের যে ক্ষতি করতে যাচ্ছিলেন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা না থাকলে হয়তো তিনি তা

করেই ফেলতেন। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে ইয়ুথ সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

এলাকাকে গাঁজা সেবনকারী মুক্ত করলেন জোনাকি বেগম

আলবেদা আক্তার □ ২০১৮ সালের মার্চ মাসে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার গংগাচড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে গঠিত হয় 'সদিচ্ছা গণগবেষণা সমিতি'। নিজের ভাগ্য বদলের আশায় জোনাকি বেগম সেই সমিতির একজন সদস্য হন। সমিতির নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত হন।

জোনাকি বেগম লক্ষ করেন যে, রাত ১০টার পর এলাকায় মাদকাসক্ত ছেলেদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ছেলেরা যেখানে-সেখানে উন্মুক্তভাবে গাঁজা সেবন করে। তিনি অনুধাবন করেন, এখনই যদি এদেরকে প্রতিরোধ না করা যায়, তাহলে পরে তা আরও ছড়িয়ে পড়বে এবং তখন কিছু করার থাকবে না। জোনাকি বেগম কয়েকদিন গাঁজা সেবনকারীদের কাছে যান এবং তাদেরকে বোঝান যে, তারা কাজটা ঠিক করছে না এবং তাদের এ পথ থেকে সরে আসা দরকার। কয়েকদিন নিষেধ করার পরও তারা বিষয়টি গুরুত্ব না দেয়ায় জোনাকি বেগম বিষয়টি সদিচ্ছা গণগবেষণা সমিতির সদস্যদের জানান। এর ফলশ্রুতিতে গণগবেষণা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে তিনি রাতে গাঁজা সেবনকারী ছেলেদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়েন। তারা প্রথমে গাঁজা সেবনকারীদের ধরে ফেলেন এবং গ্রামের মানুষদের জড়ো করান। গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে গাঁজা সেবনকারীদের শাসিয়ে জোনাকি বেগম বলেন, তোমরা যদি আবারো এলাকায় এভাবে নেশা করো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার এই শাসনের পর থেকে এলাকায় মাদকসেবীদের প্রভাব একদমই কমে গেছে, নেই বললেই চলে। এই ধরনের সাহসী উদ্যোগের জন্য জোনাকি বেগমকে ধন্যবাদ জানান এবং তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

'এলাঙ্গী যমুনা গণ-গবেষণা সমিতি': সফল এক সমিতির গল্প

জিয়াউল ইসলাম সাজু □ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে ২০১২ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নে এলাঙ্গী গ্রামে গড়ে ওঠে 'যমুনা গণ-গবেষণা সমিতি'। সমিতির সদস্য সংখ্যা হলেন ১৫ জন নারী। সমিতির সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে সমিতিতে সঞ্চয় করেন। বর্তমান সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এর মধ্য থেকে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে একটি জমি লিজ নেয়া হয়েছে। বাকি টাকা সদস্যদের মধ্য স্বল্প সুদে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে। এই সমিতির সদস্যরা আগে বিভিন্ন এনজিওর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতেন এবং ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে যেতেন। এরফলে পরিবারে লেগে থাকতো অশান্তি। কেউ কেউ ঋণ শোধ করতে না পেরে নিঃস্ব হতে যেতেন। মূলত এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই স্থানীয় নারীনেত্রীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'যমুনা গণ-গবেষণা সমিতি'।

সমিতির সদস্যরা সকলে বসে গণগবেষণা করে নিজের পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। পাড়া প্রতিবেশীদের কোনো নারীর উপর নির্যাতন হলে সবাই মিলে তা প্রতিহত এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করেন। কারও কোনো অসুস্থতা দেখা দিলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতাও করেন। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে, পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ এবং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন সমিতির সদস্যরা।

হাড়িয়াদহ ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের হাড়িয়াদহ গ্রামের প্রধান সড়কের প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা ভেঙে যায়। এরফলে প্রতিনিয়ই দুর্ঘটনার শিকার হতেন সাধারণ মানুষ। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হওয়া যেনো নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ভেঙে যাওয়া রাস্তাটি সংস্কার করতে এগিয়ে আসে হাড়িয়াদহ গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। রাস্তাটি সংস্কারের লক্ষ্যে তারা একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেন। রাস্তাটি সংস্কার করতে খরচের বিষয়টিও মাথায় নেন তারা। সভার পর এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চান তারা। রাস্তা সংস্কারের জন্য এলাকার মানুষের কাছ থেকে মোট পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়, যা দিয়ে ইট-বালি ক্রয় করা হয়। অবশেষে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মেরামত করা হয় ভেঙে যাওয়া সেই রাস্তাটি। রাস্তাটি সংস্কারের ফলে এখন আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না, হতে হয় না কাউকে আহত।

ভার্মি কম্পোস্ট চাষ করে স্বাবলম্বী সাজেদা বেগম

অমর রায় □ কৃষিকাজের শুরু নারীর হাত ধরেই। আজও পুরুষদের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরা কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। এমনই একজন সংগ্রামী নারী যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের বাটবিলা গ্রামের সাজেদা বেগম। হাজারো প্রতিকূলতা তাকে আটকাতে পারেনি। তার এই পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ।

সাজেদা বেগম ২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি' স্লোগানটি তাকে ভাবায়। এছাড়া ২০১৩ সালে সাজেদা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। চারদিনের প্রশিক্ষণ তাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং সমাজের মানুষের উন্নয়নে কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রশিক্ষণের পর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। ভাবতে ভাবতে তার সংসারে ঘটে বড় অঘটন। তার স্বামী

(আয়ুব আলী) ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। দিশেহারা সাজেদা স্বামীর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করেন। এই অবস্থায় ছেলের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করা তার পক্ষে একেবার দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। চিকিৎসার পরও স্বামী সুস্থ হন না, বরং প্যারালাইজড হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সাজেদা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) চাষ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, যা তার জীবন বদলে দেয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি কেঁচো সার চাষ করা শুরু করেন। সাজেদা প্রতি কেজি সার ১৫ থেকে ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন। বর্তমানে সাজেদা ৫টি চাড়ি, ১টি হাউজে কেঁচো সার চাষ করেন এবং প্রতি মাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করেন। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আরও একটি নতুন হাউজ তৈরি করেছেন তিনি। এই আয় দিয়ে সাজেদা সংসার চালান, স্বামীর চিকিৎসার খরচ এবং ছেলের লেখাপড়ার খরচ যোগান দেন। সাজেদা এখন বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক আয়োজিত ভার্মি কমোস্ট সার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাটবিলা গ্রামের পাঁচজন নারীকে ভার্মি কম্পোস্ট চাষ করা শিখিয়েছেন। সাজেদা মনে করেন, স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে ভার্মি কম্পোস্ট চাষ করে গ্রামের নারীরা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারবেন, তেমনি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে ঢেমুশিয়ায় বৃক্ষরোপণ প্রচারাভিযান

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এক বৃক্ষরোপণ প্রচারাভিযান। নিজেদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে এবং দুবাই প্রবাসী আমির হামজার আর্থিক অনুদানে সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ঢেমুশিয়া ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর সমন্বয়কারী জিয়া উদ্দিনের নেতৃত্বে মোট পাঁচশত গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন দুবাই প্রবাসী আমির হামজা ও ঢেমুশিয়া জিন্নত আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনছারুল হক। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গাছের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'গাছ আমাদের অনেক উপকারী বন্ধু, কিন্তু এই গাছের উপকারকে আমরা গুরুত্ব দেই না। অতিরিক্ত বৃক্ষ নিধনের প্রভাবে গরম আবহাওয়া এবং বৃষ্টি কমে যাওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আসুন, আমাদের আশেপাশে সকলের পরিত্যক্ত খালি জায়গায় ও বাড়ির আঙিনায় বেশি বেশি গাছ লাগাই এবং পরিবেশ বাঁচাই।' অতিথিবৃন্দ ইয়ুথ ইউনিটের উপরোক্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতন হলেন ৭৫ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা

'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে এবং স্থানীয় নারীনেত্রীদের আয়োজনে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া ও কোনাখালী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রয়োজনীয় পুষ্টিবার্তা ও স্বাস্থ্যবিধি' বিষয়ক উঠান বৈঠক। মা ও শিশুর অপুষ্টি রোধে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ১,০০০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাঁচটি গ্রামের গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকগুলোতে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা এবং সন্তানের পুষ্টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উঠান বৈঠকে বলা হয়: গর্ভবতী মাকে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে, টিকা নিতে হবে, ভারি কাজ করা যাবে না, আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে, বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং ছয় মাস পরে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে ইত্যাদি। এছাড়া শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ওষধ খাওয়ানো, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন উঠান বৈঠক পরিচালনাকারী নারীনেত্রীরা। প্রতিটি বৈঠকে ১৫ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

শীতল পাটি বুনে স্বচ্ছল উজ্জীবক রিনা আক্তার

তিন মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে বড় পরিবারের বোঝা টানতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের রিনা আক্তারকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বামীর সামান্য আয়ে কোনোভাবেই সামলে উঠতে পারছিলেন না তিনি। এমতাবস্থায় তিনি ২০১৫ সালের মে মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২,২৩৮তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার এই প্রশিক্ষণ রিনা আক্তারের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি অসচ্ছলতার অচলতায়নকে অতিক্রম করার সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে যেতে থাকেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের কাছ থেকে শীতল পাটি বানানোর কৌশল রপ্ত করেন। নিজের সামান্য সঞ্চয়ের টাকায় শীতল পাটি বানানোর উপকরণ ক্রয় করেন এবং শুরু করেন শীতল পাটি বানানোর কাজ। রিনা আক্তার প্রথমে গ্রামবাসী এবং পরবর্তীতে উপজেলার বিভিন্ন বাজারে সেগুলো সরবরাহ করেন। এর মধ্যে দিয়ে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। এখন রিনা আক্তারের পরিবার শীতল পাটি তৈরি করার মাধ্যমে অনেক স্বচ্ছল। আয় বাড়ার কারণে রিনা আক্তার তার পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছেন। রিনা আক্তার পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেই থেমে যাননি, নিজ গ্রাম হাটিরপাড়কে একটি মডেল গ্রামে পরিণত করতে গ্রাম উন্নয়ন টিমের (ভিডিটি) একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনেও ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সফলতার গল্প

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছেন উজ্জীবক স্বপ্না বেগম

৩৫ বছর বয়সী স্বপ্না বেগম কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তার কাছে নিজের, এলাকার তথা দেশের করুণ অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজে নারীর

অধস্তন অবস্থা ও জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয় তাকে ভাবিয়ে তোলে। এর মধ্যে দিয়ে স্বপ্না সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। তখন থেকেই তিনি তার চারপাশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন এবং নানা ধরনের সামাজিক কাজে যুক্ত হন। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি রোধের বিষয়ে এলাকায় সোচ্চার হন। আলোচনা সভা ও উঠান বৈঠকের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজ ইউনিয়নের আমদুয়ার, দৌলতপুর ও কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদেরকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলছেন। এসব কাজের শুরুতে নানা প্রতিকূলতার কারণে তাকে বাধাগ্রস্ত হতে হয়। কিন্তু এখন তার সাথে একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী থাকায় স্বপ্না বাড়তি উদ্যম নিয়ে এ কাজগুলো করে যাচ্ছেন। তার লক্ষ্য সবাইকে সাথে নিয়ে আজগরা ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।

বরিশাল অঞ্চল

সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজিহার ইউনিয়নে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যদের প্রশিক্ষণ

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে গ্রামের সচেতন নারী-পুরুষ, জনপ্রতিনিধি এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে কীভাবে গ্রামের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় গঠিত 'গ্রাম উন্নয়ন দল' (ভিডিটি)। গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। দুই দিনব্যাপী অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণটি বাশাইল সুকান্ত বাবু কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ভিডিটির ৪২ জন সদস্য (নারী ২৫ জন এবং পুরুষ ১৭ জন) অংশগ্রহণ করেন। প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা, এলাকা সমন্বয়কারী শেখ আল-আমিন এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মহিদুল ইসলাম জামাল। উক্ত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ভিডিটি সদস্যরা বিগত দশ বছরে তাদের গ্রামের অবস্থা কী ছিল এবং ২০২০ সালে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের শেষভাগে ভিডিটির সদস্যরা তাদের গ্রামের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং নিজেদের উদ্যোগে সেগুলো সমাধান করার পরিকল্পনা নেন।

সফলতার গল্প

জয়িতা জয়ী রহিমা বেগমের গল্প

নিজ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই বদল করেছেন মোসা. রহিমা বেগম। পেয়েছেন 'জয়িতা' পুরস্কার। রহিমা বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের সিংহেরকাঠী গ্রামের বাসিন্দা। তিন মেয়ে এবং এক ছেলের জননী তিনি। তার ছেলে জন্ম থেকেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। ২০০২ সালে রহিমা মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ২০০৩ সালে তার স্বামীর গলায় মারাত্মক রোগ হয় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে যান। এভাবেই কষ্ট-ক্লেশের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করছিলেন রহিমা বেগম। কিন্তু তিনি দমে যাননি। ২০০৩ সাল থেকে তিনি গ্রামে গ্রামে হাঁস-মুরগির ভ্যাকসিন দেয়া শুরু করেন। শুরুতে তার স্বামী তাকে ঘর থেকে বের হত দিত না। কিন্তু পরে তিনি তার স্বামীকে বুঝিয়ে কাজটি চালিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি ও গরু পালন করা শুরু করেন।

নিজের যোগ্যতা ও কাজের স্পৃহা বাড়ানোর জন্য রহিমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৮১তম ব্যাচ) এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হন। ২০১৪ সাল থেকে এই পর্যন্ত তিনি তিনটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করতে সক্ষম হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রহিমা গ্রামবাসীদের নিয়ে পাঁচটি কমিটি গঠন করেছেন; কমিটিগুলো হলো: ১. পুরুষ কমিটি; ২. নারী কমিটি; ৩. কিশোর কমিটি; ৪. কিশোরী কমিটি; এবং ৫. অ্যাকশন কমিটি। এসব কমিটিতে এলাকার পুরুষ, নারী, কিশোর, কিশোরী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইউপি চেয়ারম্যান সংযুক্ত রয়েছেন।

সমাজ উন্নয়ন কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি তিনি 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের বাবুগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতার সম্মাননা পান। তার হাতে সনদপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন বরিশাল জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

খুলনা অঞ্চল

বাজারের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ইয়ুথ ইউনিটের অভিযান

নয়ন মন্ডল ▯ প্রায় ছয় মাস আগে গঠিত হয় বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের বাঁশতলা বাজারের ইয়ুথ ইউনিট। ইউনিটটি গঠনের পর থেকে ইতিমধ্যে তিনটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলো-আপ সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়ুথ ইউনিটের শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান, সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন। সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ থেকে তারা সম্প্রতি বাঁশতলা বাজারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের কারণে বাঁশতলা বাজারের পরিবেশ অনেকটাই বদলে গেছে।

ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা লক্ষ করেন যে, বাঁশতলা বাজারটি বেশিরভাগ সময় ময়লা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ থাকে। তাই বাজারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন তারা। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সকলে একত্রিত হয়ে বাড়ি থেকে ঝুড়ি কোদাল এনে পুরো বাঁশতলা বাজার এলাকাটি পরিষ্কার করেন এবং ময়লা-আবর্জনা একত্রিত করে বাজারের এক কোণায় গর্ত করে মাটি চাপা দেন। ইয়ুথ ইউনিটের শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগের কারণে বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে।

সফলতার গল্প

নারীনেত্রী কাজল রায় এখন একজন স্বাবলম্বী

প্রসেনজিৎ সরদার ▯ বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের দিগরাজ গ্রামের কাজল রায়। স্বামী অমেন্দ্র রায়। তারা তাদের একমাত্র ছেলে অরুন্দমকে নিয়ে অতীব কষ্টে দিন যাপন করতেন। কোথাও কোনো কাজের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। স্থানীয় উজ্জীবক যশোমতি বৈরাগীর আমন্ত্রণে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রক্ষিক্ষণ থেকে তার মধ্যে উপলব্ধি হয় যে, 'আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'। প্রশিক্ষণটি তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহ যোগায়। তিনি তার স্বামীকে সাথে নিয়ে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট একটি মুদি দোকান দেন। আস্তে আস্তে তার মুদি দোকানটি বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার দোকানের পুঁজিও বাড়তে থাকে।

কাজল রায় তার স্বামীকে একটি পুরাতন ভ্যান কিনে দেন, যাতে করে তিনি ফেরি করে তেল বিক্রি করতে পারেন। তার স্বামী কাজে মনোনিবেশ করেন এবং ভালো অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। যথাসময়ে তাদের ঋণের টাকা পরিশোধ হয়ে যায়। কাজল রায় উপার্জিত অর্থের একটি অংশ জমিয়ে বাছুর-সহ একটি গরু ক্রয় করেন। গরুটি যে দুধ দেয় তা দিয়ে তার পরিবারের সবার পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। বর্তমানে কাজল রায় আগের থেকে অনেক স্বচ্ছল জীবন-যাপন করছেন।

একজন নারীনেত্রী হিসেবে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় এবং বিভিন্ন উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় নারীদেরকে তার নিজের মতো আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ যোগান এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

বাল্যবিবাহ ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে সক্রিয় ইয়ুথ ইউনিট

বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে সক্রিয় রয়েছে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাবখালী ইউনিয়নের নাজিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিট। কোনো শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার হতে যাচ্ছে এমন সংবাদ পেলে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা প্রথমে নিজেরা উক্ত বাল্যবিবাহ বন্ধের প্রচেষ্টা চালায়। নিজেরা সক্ষম না হলে তারা বিষয়টি সহকারী শিক্ষক কিংবা সরাসরি প্রধান শিক্ষক জানায়। তখন প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনায় সহকারী শিক্ষক নাসিমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক রেজভী এবং শরীর চর্চা শিক্ষক আজিজুল হক ইয়ুথ সদস্যদের নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। তারা প্রয়োজনে প্রশাসনেরও সহযোগিতা নেন। এছাড়া কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা তাকে বিদ্যালয়গামী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন।

সম্প্রতি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুমাইয়ার বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। সুমাইয়ার বাবা সালাম মিয়া পেশায় একজন ভ্যান চালক। তার বড় মেয়ে প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করেছে। ছোট মেয়ে সুমাইয়া যাতে একই ধরনের ঘটনা না ঘটায় সেজন্য তিনি কোনো কিছু না ভেবেই তার বিয়ে ঠিক করেন। সুমাইয়া ইয়ুথ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে তার বিয়ের বিষয়টি জানায়। ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা তখন শিক্ষকদের সাথে নিয়ে সুমাইয়ার বাড়িতে যান এবং তার বাবা-মা বুঝিয়ে উক্ত বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। সুমাইয়া এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সুমাইয়ার মতো হাওয়া-সহ মোট ১৮ জন শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে তাদেরকে শিক্ষাজীবনে ফিরিয়ে এনেছেন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা।

হলিডে ক্যাম্প: বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলার প্রত্যয়

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলার প্রত্যয় নিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল আর কে এস ডি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হলো হলিডে ক্যাম্প। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় উক্ত ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে গোপালপুর উপজেলার হেমনগর, ঝাওয়াইল ও হাদিরা ইউনিয়নের ১২টি বিদ্যালয়ের দশজন করে শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝাওয়াইল আর কে এসবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মুস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম তালুকদার, গোপালপুর প্রেসক্লাব সম্পাদক সন্তোষ কুমার দত্ত, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জেলা সভাপতি আনোয়ারা পারভীন, পিপিজি গোপালপুর শাখার সমন্বয়কারী মাহবুব সরকার, গোপালপুর শিক্ষক সমিতির সভাপতি জিএম ফারুক এবং সাংবাদিক নূর আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভেংগুলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, চাতুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এ এম মজিবুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, খামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল কাইয়ুম এবং ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান টিপু।

দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে সময় কাটান। তারা উপস্থিত বক্তৃতা, ফুটবল খেলা, অঙ্ক দৌড়, স্মৃতি পরীক্ষা ও সুই-এ সুতা পরানো খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ মিউজিক্যাল বল খেলায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র। শিক্ষার্থীদের বাল্য বিয়ে বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করানোর মধ্য দিয়ে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ভূঞাপুর উপজেলার ফলদা, অলোয়া ও নিকরাইল ইউনিয়নের ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের হলিডে ক্যাম্প। উপজেলা সদরের ভূঞাপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূঞাপুর পৌরসভার মেয়র মাসুদুল হক মাসুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূঞাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ রাশেদুল ইসলাম এবং ভূঞাপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

গোপালপুরে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নাগরিক প্রতিনিধিদের মতবিনিময়

খায়রুল বাশার ▯ টাঙ্গাইলের গোপালপুরে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয় নাগরিক প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ আগস্ট ২০১৯, সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিকাশ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উক্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক স্বেচ্ছাব্রতী নেতৃবৃন্দের আয়োজনে এবং আগা খান ফাউন্ডেশন ও রিজওয়ান আদাতিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিকাশ বিশ্বাস, গোপালপুর থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) কাইয়ুম সিদ্দিকী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাপসী শীল, গোপালপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সামাজিক নেতা সন্তোষ দত্ত, সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম এবং সাংবাদিক মো. নূর আলম প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীরা কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি কর্মসূচির উদ্যোগে অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের উপকারে আসছে। সরকারি সেবাদানকারী বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা, মাতৃত্ব, ভিজিএফ ও ভিজিডি ইত্যাদি ভাতা হতদরিদ্র এবং অসহায়দের মাঝে বিতরণের সুযোগ তৈরি করেছে। ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন প্রচারাভিযান, উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলোতে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং সামাজিক নেতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসন সহযোগিতায় রাস্তা তৈরি, রাস্তা সংস্কার, সাঁকোও ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন্যার্তদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী, কাপড়, ওষুধ এবং শীতকালে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালে এই তিনটি ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে কৃষি বীজ (৪৩৫ জনকে ৫ কেজি বোরো ধান বীজ, ৩৬০ জনকে সবজি বীজ ও ১৫০ জনকে গো খাদ্য বীজ) বিতরণ করা হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা, লেখাপড়া চালিয়ে নেয়া, আত্মকর্মসংস্থান তৈরি, ঘর তৈরি এবং সবুজ বনায়ন-সহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য উদ্যোগ গড়ে উঠেছে স্বেচ্ছাব্রতীদের মাধ্যমে।

মতবিনিময় সভায় আরও উল্লেখ করা হয় হয় যে, স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে ১৪টি সভা, বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুভিত্তিক ১৯৬টি প্রচারাভিযান, ৬টি রিভিউ অ্যান্ড ফলো-আপ সভা, ১টি লার্নিং অ্যান্ড শেয়ারিং সভা, ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা, ১২টি ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে ২৮টি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজশাহী অঞ্চল

তারুণ্যের সংলাপ: মাদক, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও সংঘাতমুক্ত রাণীনগর বিনির্মাণের আহ্বান

নওগাঁর রাণীনগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূল এবং শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের ভূমিকা বিষয়ক তারুণ্যের সংলাপ। ৫ অক্টোবর ২০১৯, রাণীনগর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পিস প্রেসার গ্রুপ (পিপিদজি)'র আয়োজনে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সার্বিক সহযোগিতা উক্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব

করেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক রাণীনগর শাখার সভাপতি আবুল বাশার (চঞ্চল)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাণীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন হেলাল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল মামুন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম, রাণীনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আব্দুল গণি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মফিজ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব মো. আতিকুজ্জামান জাপান, উপজেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক কেএম আবু তালেব জলসা, সিপিবি'র নওগাঁ জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মো. মুনসুর রহমান, রাণীনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও রাণীনগর পিপিজি'র পিস অ্যাম্বাসেডর এসএম সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাণীনগর উপজেলা ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এসময় বক্তারা মাদক, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও সংঘাতমুক্ত রাণীনগর বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

'হলিডে ক্যাম্প': বাল্যবিবাহকে না বললেন মোহনপুরের শিক্ষার্থীরা

সুব্রত কুমার পাল ▯ বাল্যবিবাহকে না বললেন রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ। পাশাপাশি মিথ্যা, মাদক ও মুখস্ত বিদ্যাকেও না বলেছেন শিক্ষার্থীরা। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় এবং হার চয়েজ কর্মসূচির সহযোগিতায় বিশেষ অনুষ্ঠান 'হলিডে ক্যাম্পে' এই ঘোষণা প্রদান করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৩০০ শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে মোহনপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ২৩ আগস্ট ২০১৯, দিনব্যাপী হলিডে ক্যাম্প শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে।

মোহনপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুক্তাদির আহম্মদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. আব্দুস সালাম। এসময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেহবুব হাসান রাসেল, উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান সানজিদা রহমান, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মোহনপুর উপজেলা সভাপতি মো. এমাজ উদ্দিন মোল্লা, মোহনপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. আসাদ আলী, করিশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. এমাজ উদ্দিন, পিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি

মো. মুরাদুল ইসলাম, ধুরইল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সোহরাব আলী খান, মহব্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল আলিম শেখ, মৌগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরিফুল ইসলাম, কোটালীপাড়া ফতেপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাকের আলী এবং বিষহরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল হোসেন প্রমুখ।

হলিডে ক্যাম্প আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলো কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় কর্মসূচির আওতায় মোহনপুর উপজেলার ১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদেরকে সংগঠিত করা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিগত বছরগুলোতে তাদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলসমূহ পরস্পরের সাথে বিনিময় করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে গতিশীল করে তোলা। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব ইউনিটের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং পরবর্তী কার্যক্রম চিহ্নিত করেন।

প্রধান অতিথি মোহনপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. আব্দুস সালাম বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। তাই সকলে মিলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

দিনব্যাপী হলিডে ক্যাম্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম উপস্থাপন, নৃত্য, সংগীত, এবং মহব্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও মতিহার উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে প্রীতি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিতার্কিকদের হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেয়া হয়।

নারীনেত্রী আনজুয়ার নেতৃত্বে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে গণগবেষণা সমিতি

নারীনেত্রী মোছা. আনজুয়ার নেতৃত্বে রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের বাকশিমইল গ্রামে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে একটি গণগবেষণা সমিতি। ২০০৫ সালে গ্রামের ৩৫ জন নারী সদস্য নিয়ে সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে এক লাখ টাকা। সমিতির টাকার স্বচ্ছতার জন্য জনতা ব্যাংকে একাউন্ট খোলেন আনজুয়া। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছেন নয়জন সদস্য। কোনো সমস্যা হলে সবাইকে ডেকে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করেন তিনি। আনজুয়ার উদ্যোগে নিয়মিত সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির সিদ্ধান্ত রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

সমিতির সদস্যরা সঞ্চয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন; যেমন, সেলাই ও বুটিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই নিজ পরিবারে সচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন। এছাড়া সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং শিশুর জন্মনিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শোকবার্তা

চিত্র: প্রয়াত শামসুল আলম খান

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ১৫ অক্টোবর ২০১৯, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক জনাব শামসুল আলম খান আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার বেলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

জনাব শামসুল আলম খান ১৯৫৪ সালে কালিহাতি থানার বর্ধিষ্ণু গ্রাম চাড়ানের বিখ্যাত খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মানুষের ভালবাসায় সিক্ত শামসুল আলম খান ছিলেন একজন স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক এবং সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সক্রিয় সদস্য।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।